দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAY 19 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

140

কুমিল্লায় ১ হাজার ১শ' ১১টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

কুমিল্লা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার ১২টি থানার ১৭৮টি ইউনিয়নের ১ হাজার ১শ' ১১টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ৫ বছর আগে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর জন্য প্রতিটি গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার কথা ছিল।

এ জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ৩ হাজার ৬শ' ৫টি। এ তথ্য পাওয়া গেছে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে। মোট গ্রামের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। জেলা পরিষদের হিসেব অনুযায়ী গ্রামের সংখ্যা ২ হাজার ৯শ' ৬৩টি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে গ্রামের সংখ্যা কত- এ তথ্যটি নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী জেলায় সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ হাজার ৪শ' ৯৪টি। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের হিসেব অনুযায়ী গ্রামের সংখ্যা ধরলে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এমন গ্রামের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ১শ' ১১টি। কোন কোন গ্রামে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সে হিসেবে স্কুল নেই এমন গ্রামের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাদেকা বেগম এ সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে রাজি হননি। তিনি জানিয়েছেন, এর জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে। তার কক্ষের দেয়ালে যে মনিটরিং বোর্ডটি রয়েছে, তাতে লেখা তথ্যানুযায়ী এ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ হাজার ৩শ' ৩৪টি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪শ' ১৫টি, আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫০টি, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২শ' ২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭টি, কেজি স্কুল ৬২টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮টি, পিটিআই সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টি, প্রাথমিক সমমানের এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩শ' ১৫টি।

বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগ

নিখোঁজ সেলিমের সন্ধান মিলেছে

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অবশেষে বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের সহকারী হিসাব রক্ষক সেলিমকে খানজাহান আলী মাজার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। গত ১১ই মার্চ সে অফিস থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়।

উল্লেখ্য গত ৭ই মে সংবাদ-এ এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।